سورة التغابن

সূরা তাগাবুন

মদীনায় অবতীর্ণ, ১৮ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝١ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ
مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٢ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝٣ يَعْلَمُ مَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۚ وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٤ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ
فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٥ ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَتْ
تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ز فَكَفَرُوْا وَ
تَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝٦ زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا
اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۚ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ
وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝٧ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۚ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٨ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ
التَّغَابُنِ ۚ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ
وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ
اَبَدًا ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٩ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝١٠ ع

www.islaminbangla.com - thanks to www.banglakitab.com

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (২) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির এবং কেউ মু'মিন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (৩) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন। (৪) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, তিনি তা জানেন। তিনি আরও জানেন তোমরা যা গোপনে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর। আল্লাহ্ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (৫) তোমাদের পূর্বে যারা কাফির ছিল, তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬) এটা এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীসহ আগমন করলে তারা বলত: মানুষই কি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে? অতঃপর তারা কাফির হয়ে গেল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। এতে আল্লাহ্‌র কিছু আসে যায় না। আল্লাহ্ পরওয়াহীন, প্রশংসার্হ। (৭) কাফিররা দাবী করে যে, কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। (৮) অতএব তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং অবতীর্ণ নূরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (৯) সেদিন অর্থাৎ সমাবেশের দিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। এ দিন হার জিতের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা তথায় চিরকাল বসবাস করবে। এটাই মহাসাফল্য। (১০) আর যারা কাফির এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে। কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল এটা!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে (মুখে অথবা অবস্থার মাধ্যমে) রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (এটা পরবর্তী বর্ণনার ভূমিকা অর্থাৎ যিনি এমন পূর্ণতাগুণে গুণান্বিত, তাঁর আনুগত্য ওয়াজিব এবং অবাধ্যতা গোনাহ্)। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন (এ কারণে সবারই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত ছিল)। কিন্তু (এতদসত্ত্বেও) তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির এবং কেউ মু'মিন। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের (ঈমান ও কুফরের) কাজকর্ম দেখেন। (সুতরাং প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন)। তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে যথাযথভাবে (অর্থাৎ প্রজ্ঞাপূর্ণ ও উপকারিতা পূর্ণরূপে) সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। (কেননা

মানবাকৃতির সমান কোন জীবের আকৃতিতে সৌষ্ঠব নেই)। তাঁর কাছে (সবার) প্রত্যাবর্তন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তিনি সব জানেন। তিনি আরও জানেন তোমরা যা গোপনে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর। আল্লাহ্ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত। (এসব বিষয়ের দাবী এই যে, তোমরা তাঁর আনুগত্য কর। এছাড়াও) তোমাদের পূর্বে যারা কাফির ছিল, তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? (এসব বৃত্তান্তও তোমাদের আনুগত্যকে ওয়াজিব করে)। অতঃপর তারা তাদের কর্মের শাস্তি (দুনিয়াতেও) আস্বাদন করেছে এবং (এ ছাড়া পরকালে) তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ আযাব। এটা (অর্থাৎ ইহকাল ও পর-কালের শাস্তি) এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ প্রকাশ্যে নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করলে তারা (রসূলগণের সম্পর্কে) বলাবলি করত--মানুষই কি আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করবে (অর্থাৎ মানুষ কি কখনও পয়গম্বর ও পথপ্রদর্শক হতে পারে)? মোটকথা, তারা কাফির হয়ে গেল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। আল্লাহ্ তা'আলাও তাদের পরোয়া করলেন না (বরং পর্যুদস্ত করে দিলেন)। আল্লাহ্ (সবকিছু থেকে) পরোয়াহীন (এবং) প্রশংসার্হ। (কারও অবাধ্যতায় তাঁর কোন ক্ষতি হয় না এবং আনুগত্যে উপকার হয় না। স্বয়ং অনুগত ও অবাধ্যেরই লাভ লোকসান হয়)। কাফিররা (لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ বাক্যে পরকালীন আযাবের কথা শুনে) দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না (যার পর عذاب أليم হওয়ার কথা) আপনি বলে দিন, অবশ্যই হবে; আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে (এবং তদনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে)। এটা (অর্থাৎ পুনরুত্থান ও প্রতিদান) আল্লাহ্র পক্ষে (সর্বশক্তিমান হওয়ার কারণে) সম্পূর্ণ সহজ। অতএব (ঈমানের এসব কারণ উপস্থিত আছে বলে) তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং আমার অবতীর্ণ নূরের অর্থাৎ কোর-আনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (স্মরণ কর) যেদিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে সমাবেশ দিবসে একত্র করবেন। এদিনই লাভ লোক-সান জাহির হওয়ার দিন। (অর্থাৎ মুসলমানদের লাভ এবং কাফিরদের লোকসান এই দিনে কার্যত জাহির হবে। এর বর্ণনা এই যে,) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে (জান্নাতের) উদ্যানে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। এটা মহাসাফল্য। আর যারা কাফির এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহা-ন্নামের অধিবাসী। তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে। এটা খুব মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদের কেউ কাফির এবং কেউ মু'মিন হয়ে গেছে। এখানে فَمِنْكُمْ এর فا অব্যয়টি এই অর্থ জ্ঞাপন করে যে, প্রথমে সৃষ্টি করার সময় কোন কাফির

www.islaminbangla.com - thanks to www.banglakitab.com

ছিল না। এই কাফির ও মু'মিনের বিভেদ পরে সেই ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধীনে হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে দান করেছেন। এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার কারণেই মানুষের উপর গোনাহ্ ও সওয়াব আরোপিত হয়। এক হাদীসেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ---অর্থাৎ প্রত্যেক সন্তান নির্মল স্বভাব-ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে (যার ফলে তার মু'মিন হওয়া স্বাভাবিক ছিল)। কিন্তু এরপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, খৃস্টান ইত্যাদিতে পরিণত করে।---(কুরতুবী)

দ্বিজাতি তত্ত্ব : কোরআন পাক এ স্থলে মানব জাতিকে দুই দলে বিভক্ত করেছে--কাফির ও মু'মিন। এতে বোঝা যায় যে, আদম সন্তানরা সবই এক গোষ্ঠীভুক্ত এবং বিশ্বের সমস্ত মানুষ এই গোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গ। এই গোষ্ঠীকে ছিন্নকারী এবং আলাদা দল সৃষ্টিকারী বিষয় হচ্ছে একমাত্র কুফর। যে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়, সে মানবগোষ্ঠীর এই সম্পর্ককে ছিন্ন করে। এভাবে সমগ্র বিশ্বে মানুষের দলাদলি একমাত্র ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে হতে পারে। বর্ণ, ভাষা, বংশ, পরিবার ও দেশ ইত্যাদির মধ্য থেকে কোনটিই মানবগোষ্ঠীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে পারে না। এক পিতার সন্তানরা যদি বিভিন্ন শহরে বসবাস করে অথবা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে অথবা তাদের বর্ণ বিভিন্ন রূপ হয়, তবে তারা আলাদা আলাদা দল হয়ে যায় না। এসব বিভিন্নতা সত্ত্বেও তারা সবাই পরস্পরে ভাই ভাই গণ্য হয়। কোন বুদ্ধিমান মানুষ তাদেরকে বিভিন্ন আখ্যা দিতে পারে না।

মূর্খতা যুগে বংশ ও গোত্রের বিভেদকে জাতীয়তা ও দলাদলির ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছিল। এমনিভাবে দেশ ও মাতৃভূমির ভিত্তিতে কিছু দলাদলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে রসূলুল্লাহ্ (সা) এসব প্রতিমাকে ভেঙে দেন। তাঁর মতে মুসলমান যে কোন দেশ, যে কোন ভূখণ্ড, যে কোন বর্ণ ও পরিবারের হোক, তারা এক গোষ্ঠীভুক্ত। কোরআন বলে : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ মু'মিনগণ সবাই পরস্পরে ভাই ভাই। এমনিভাবে কাফির যে কোন দেশ অথবা সম্প্রদায়ের হোক, তারা সবাই এক মিল্লাত ও এক জাতি।

কোরআন পাকের উপরোক্ত আয়াতও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এতে সমগ্র আদম সন্তানকে মু'মিন ও কাফির---এই দুই দলে বিভক্ত করা হয়েছে। বর্ণ ও ভাষার বিভেদকে কোরআন আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং মানুষের জীবিকা সম্পর্কিত অনেক উপকার অর্জনের ভিত্তি হওয়ার কারণে একটি মহান অবদান আখ্যা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু একে মানব জাতির মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির উপায় হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়নি।

ঈমান ও কুফরের কারণে দুই জাতির বিভেদ একটি ইচ্ছাধীন বিষয়ের উপর ভিত্তিশীল। কেননা ঈমান ও কুফর উভয়টিই মানুষের ইচ্ছাধীন ব্যাপার। কেউ এক জাতীয়তা

ত্যাগ করে অন্য জাতীয়তা অবলম্বন করতে চাইলে অতি সহজেই তা করতে পারে অর্থাৎ নিজের বিশ্বাস ও মতবাদ পরিবর্তন করে অন্য দলে শামিল হতে পারে। এর বিপরীতে বংশ, পরিবার, বর্ণ, ভাষা ও দেশ কোন মানুষের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। কেউ নিজের বংশ ও বর্ণ পরিবর্তন করতে পারে না। ভাষা ও দেশ যদিও পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু যেসব জাতি ভাষা ও দেশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তারা স্বভাবত অন্য ভাষাভাষী ও অন্য দেশের অধিবাসীকে নিজেদের মধ্যে সাদরে গ্রহণ করতে সম্মত হয় না, যদিও সে তাদের ভাষা বলতে শুরু করে এবং তাদের দেশে বসবাস অবলম্বন করে।

এই ইসলামী গোষ্ঠী ও ঈমানী ভ্রাতৃত্বই অল্পদিনের মধ্যে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের এবং কৃষ্ণকায়, শ্বেতকায়, আরব ও আজমে অসংখ্য ব্যক্তিকে এক সূতায় গ্রথিত করে দিয়েছিল। এই শক্তির মুকাবিলা বিশ্বের জাতিসমূহ করতে পারেনি। তাই তারা সেই প্রতিমাগুলোকে পুনরায় জীবিত করার প্রয়াস পেল, যেগুলোকে রসূলুল্লাহ্ (সা) খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়েছিলেন। তারা মুসলমানদের মহান ঐক্য শক্তিকে দেশ, ভাষা, বর্ণ, বংশ ও পরিবারের বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করে তাদেরকে পরস্পরে সংঘর্ষে লিপ্ত করে দিল। এভাবে শত্রুদের হীন মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য ময়দান পরিষ্কার হয়ে গেল। আজ এরই অশুভ পরিণতি চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে মুসলমান একদা এক জাতি ও এক প্রাণ ছিল, তারা এখন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। অপরপক্ষে শয়তানী শক্তিগুলো পারস্পরিক মতবিরোধ সত্ত্বেও মুসলমানদের মুকাবিলায় এক জাতিই প্রতীয়মান হয়।

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ—তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে সুশ্রী করেছেন। আকৃতি তৈরী করা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বস্রষ্টার বিশেষ গুণ। এজন্যই আল্লাহ্‌র নামসমূহের মধ্যে مصور অর্থাৎ আকৃতিদাতা বর্ণিত আছে। চিন্তা করুন, সৃষ্ট জগতে কত বিভিন্ন জাতি রয়েছে, প্রত্যেক জাতিতে কত বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে লাখো বিভিন্ন ব্যক্তি রয়েছে। তাদের একজনের আকৃতি অপরজনের আকৃতির সাথে খাপ খায় না। একই মানব শ্রেণীর মধ্যে দেশ ও ভূখণ্ডের বিভিন্নতার কারণে এবং বংশ ও জাতির বিভিন্নতার কারণে আকৃতিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। তদুপরি তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির মুখাবয়ব অন্য সবার থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এই বিস্ময়কর কারিগরি ও ভাস্কর্য দেখে জ্ঞানবুদ্ধি দিশেহারা হয়ে পড়ে। মানুষের চেহারা ছয়-সাত বর্গইঞ্চির অধিক নয়। কোটি কোটি মানুষের একই ধরনের চেহারা সত্ত্বেও একজনের আকার অন্যজনের সাথে পুরোপুরি মিলে না যে, চেনা কঠিন হয়। আলোচ্য আয়াতে আকার নির্মাণের নিয়ামত উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে : فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ অর্থাৎ তিনি মানবাকৃতিকে সমগ্র সৃষ্ট জগত ও সৃষ্ট জীবের আকৃতি অপেক্ষা অধিক সুন্দর

www.islaminbangla.com - thanks to www.banglakitab.com

ও সুষম করেছেন। কোন মানুষ তার দলের মধ্যে যতই কুৎসিত ও কদাকার হোক না কেন, অবশিষ্ট সকল জীবজন্তুর আকৃতির তুলনায় সে-ও সুশ্রী।

فَقَالُوْا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا —بَشَر-শব্দটি একবচন হলেও বহুবচনের অর্থ দেয়। তাই يَهْدُوْنَ বহুবচন ক্রিয়াপদ তার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মানবত্বকে নবুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থী মনে করাও কাফিরদের একটি অলীক ধারণা ছিল। কোরআনে স্থানে স্থানে এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। পরিতাপের বিষয়, এখন মুসলমানদের মধ্যেও কেউ কেউ এমন দেখা যায়, যারা নবী করীম (সা)-এর মানবত্ব অস্বীকার করে। তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারা কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছে? মানব হওয়া নবুয়তেরও পরিপন্থী নয় এবং রিসালতের উচ্চমর্যাদারও প্রতিকূলে নয়। রসূল (সা) নূর হলেও মানব হতে পারেন। তিনি নূরও এবং মানবও। তাঁর নূরকে প্রদীপ, সূর্য ও চন্দ্রের নূরের নিরিখে বিচার করা ভুল।

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْ اَنْزَلْنَا ---(বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি, যা আমি নাযিল করেছি)। এখানে নূর বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে। কারণ, নূরের স্বরূপ এই যে, সে নিজেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল এবং অপরকেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল করে। কোরআন স্বকীয় অলৌকিকতার কারণে নিজে যে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কারণাদি, বিধি-বিধান, শরীয়ত এবং পরজগতের সঠিক তথ্যাবলী উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এগুলো জানা মানুষের জন্য জরুরী।

কিয়ামতকে লোকসানের দিন বলার কারণ ঃ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ---যেদিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে একত্র করবেন একত্র করার দিবসে। এই দিনটি হবে লোকসানের। يَوْمُ الْجَمْعِ একত্রিত হওয়ার দিবস ও يَوْمُ التَّغَابُنِ লোকসানের দিবস---এই উভয়টি কিয়ামতের নাম। একত্রিত হওয়ার দিন এ কারণে যে, সেদিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জিন এবং মানবকে হিসাব-নিকাশের জন্য একত্র করা হবে। পক্ষান্তরে تغابن শব্দটি غبن থেকে ব্যুৎপন্ন। এর অর্থ লোকসান। আর্থিক লোকসান এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান উভয়কে غبن বলা হয়। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল কোরআনে বলেন ঃ আর্থিক লোকসান জ্ঞাপন করার জন্য এই

শব্দটি صیغہ مجہول এ ব্যবহৃত হয় এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান জ্ঞাপন করার জন্য باب سمع থেকে ব্যবহৃত হয়। تغابن শব্দটি আভিধানিক দিক দিয়ে দুই তরফা কাজের জন্য বলা হয় অর্থাৎ একজন অন্যজনের এবং অন্যজন তার লোকসান করবে অথবা তার লোকসান প্রকাশ করবে। কিন্তু আয়াতে একতরফা লোকসান প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। এই শব্দের এই ব্যবহারও খ্যাত ও সুবিদিত। কিয়ামতকে লোকসানের দিবস বলার কারণ এই যে, সহীহ্ হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের জন্য পরকালে দুইটি গৃহ নির্মাণ করেছেন---একটি জাহান্নামে অপরটি জান্নাতে। জান্নাতীদেরকে জান্নাতে দাখিল করার পূর্বে সেই গৃহও দেখানো হবে, যা ঈমান ও সৎকর্মের অবর্তমানে তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, যাতে সেই গৃহ দেখার পর জান্নাতের গৃহের যথার্থ কদর তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহ্ তা'আলার অধিক কৃতজ্ঞ হয়। এমনিভাবে জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে দাখিল করার পূর্বে সেই গৃহও দেখানো হবে যা ঈমান ও সৎকর্ম বর্তমান থাকলে তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল যাতে তাদের পরিতাপ আরও বাড়ে। জাহান্নামে জান্নাতীদের যেসব গৃহ ছিল, সেগুলোও জাহান্নামীদের ভাগে পড়বে। পক্ষান্তরে কাফির, পাপাচারী ও হতভাগাদের যেসব গৃহ জান্নাতে ছিল, সেগুলোও জান্নাতীদের অধিকারে চলে যাবে। তখন জাহান্নামীরা তাদের লাভ-লোকসান সত্যি সত্যি অনুভব করতে সক্ষম হবে যে, তারা কি ছাড়ল এবং কি পেল। এসব রেওয়ায়েত বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে।

মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা জান, নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ যার কাছে ধন-সম্পদ নেই, আমরা তাকে নিঃস্ব মনে করি। তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিঃস্ব, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদির পুঁজি নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিল, কাউকে প্রহার কিংবা হত্যা করেছিল এবং কারও ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, হাশরের মাঠে তারা সবাই উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ দাবী পেশ করবে। কেউ তার নামায নিয়ে যাবে, কেউ রোযা, কেউ যাকাত এবং কেউ অন্যান্য সৎকর্ম নিয়ে যাবে। যখন তার সৎকর্ম নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন তার হাতে উৎপীড়িত লোকদের গোনাহ্ তার উপর চাপিয়ে দিয়ে প্রাপ্য চুকানো হবে। এর পরিণতিতে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

বুখারীর এক রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তির কাছে কারও কোন পাওনা থাকে, তার উচিত দুনিয়াতেই তা পরিশোধ করে অথবা মাফ করিয়ে নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। নতুবা কিয়ামতের দিন দিরহাম ও দীনার থ কবে না। কারও কোন দাবী থাকলে তা সে ব্যক্তির সৎকর্ম দিয়ে পরিশোধ করা হবে। সৎকর্ম শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারের গোনাহ্ প্রাপ্য পরিমাণে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।---(মাযহারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তফসীরবিদ কিয়ামতকে লোকসানের দিবস বলার উপরোক্ত কারণই বর্ণনা করেছেন। আবার অনেকের মতে সেদিন কেবল কাফির,

www.islaminbangla.com - thanks to www.banglakitab.com

পাপাচারী ও হতভাগাই লোকসান অনুভব করবে না; বরং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণও এভাবে লোকসান অনুভব করবে যে, হায়! আমরা যদি আরও বেশী সৎকর্ম করতাম, তবে জান্নাতের সুউচ্চ মর্তবা লাভ করতাম। সেদিন প্রত্যেকেই জীবনের সেই সময়ের জন্য পরিতাপ করবে, যা অযথা ব্যয় করেছে। হাদীসে আছেঃ من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه كان عليه حسرة يوم القيامة---যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে এবং সমগ্র মজলিসে আল্লাহ্‌কে স্মরণ না করে, কিয়ামতের দিন সেই মজলিস তার জন্য পরিতাপের কারণ হবে।

কুরতুবীতে আছে প্রত্যেক মু'মিনও সেদিন সৎকর্ম ত্রুটির কারণে স্বীয় লোকসান অনুভব করবে। সূরা মরিয়মে কিয়ামতের নাম يوم الحسرة পরিতাপ দিবস বলে বর্ণিত হয়েছে। তারই অনুরূপ এখানে লোকসান দিবস নাম রাখা হয়েছে।

সূরা মরিয়মে বলা হয়েছেঃ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِىَ الْاَمْرُ----

রূহুল মা'আনীতে এই আয়াতের তফসীরে বলা হয়েছে, সেদিন জালিম ও দুষ্কর্মীরা তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য পরিতাপ করবে এবং কর্মকে অধিকতর সুন্দর করতে সচেষ্ট হয়নি-- এমন সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণও পরিতাপ করবে। এভাবে কিয়ামতের দিন সবাই নিজ নিজ ত্রুটির কারণে অনুতপ্ত হবে এবং কম আমল করার কারণে লোকসান অনুভব করবে। তাই একে লোকসান দিবস বলা হয়েছে।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ
قَلْبَهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝١١ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ
فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝١٢ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١٣ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا
وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١٤ اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ
اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝١٥ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا
اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ

يُّوقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٦﴾ اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ
قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٧﴾
عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

(১১) আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (১২) তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রসূলের দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পৌঁছিয়ে দেওয়া। (১৩) আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। অতএব মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুক। (১৪) হে মু'মিনগণ, তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (১৫) তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা-স্বরূপ। আর আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। (১৬) অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্‌কে ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (১৭) যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, সহনশীল। (১৮) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কুফর যেমন পরকালীন সাফল্যের পথে পুরাপুরি বাধা, তেমনি ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ইত্যাদিতে মশগুল হয়ে আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে ত্রুটি করাও এক পর্যায়ে পরকালীন সাফল্যের পথে বাধা। তাই বিপদাপদে এরূপ মনে করা উচিত যে ;) কোন বিপদ আল্লাহ্‌র আদেশ ব্যতিরেকে আসে না। (এরূপ মনে করে সবর ও সন্তুষ্টি অবলম্বন করা উচিত)। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি (পূর্ণ) বিশ্বাস রাখে, তিনি তার অন্তরকে (সবর ও সন্তুষ্টির) পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (কে সবর ও সন্তুষ্টি অবলম্বন করল, কে করল না, তিনি সব জানেন এবং প্রত্যেককে তদনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি দেন। সার কথা এই যে, বিপদাপদসহ প্রত্যেক ব্যাপারে) আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রসূল (সা)-এর আনুগত্য কর। যদি তোমরা (আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে (মনে রেখ,) আমার রসূল (সা)-এর দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পৌঁছিয়ে দেওয়া। (এই দায়িত্ব তিনি সুন্দরভাবে পালন করেছেন। তাই তাঁর কোন ক্ষতি হবে না---ক্ষতি তোমাদেরই হবে। আল্লাহ্‌র ক্ষতি হওয়ার কোন সম্ভা-বনাই নেই, তাই এখানে তা বর্ণনা করা হয়নি। তোমাদের এবং বিশেষভাবে বিপদগ্রস্তদের এরূপ মনে করা উচিত যে,) তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের (ধর্মের)

www.islaminbangla.com - thanks to www.banglakitab.com

দুশমন (যদি তারা নিজেদের ইহলৌকিক উপকারের জন্য এমন বিষয়ের আদেশ করে, যাতে তোমাদের পারলৌকিক অনিষ্ট আছে।) অতএব তোমরা তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাক (এবং তাদের উক্তরূপ আদেশ পালনে বিরত থাক।) যদি (তোমরা এরূপ ফরমায়েশের কারণে রাগ করে তাদের প্রতি কঠোরতা কর এবং তারা ক্ষমা চেয়ে তওবা করে নেয়, তবে এরপর যদি) তোমরা (তাদের তখনকার ত্রুটি) মার্জনা কর (অর্থাৎ শাস্তি না দাও), উপেক্ষা কর (অর্থাৎ বেশী তিরস্কার না কর) এবং ক্ষমা কর (অর্থাৎ তা মনে ও মুখে ভুলে যাও) তবে আল্লাহ্ তা'আলা (তোমাদের গোনাহের জন্য) ক্ষমাশীল, (তোমাদের অবস্থার প্রতি) করুণাময়। (এতে ক্ষমা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। শাস্তি দিলে নির্ভীক হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকলে ক্ষমা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কোন কোন সময় ক্ষমা করা মোস্তাহাব। অতঃপর ধনসম্পদ সম্পর্কে সন্তান-সন্ততির ন্যায় বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। (উদ্দেশ্য এটা দেখা যে, কে এতে মশগুল হয়ে আল্লাহ্‌কে ভুলে যায় এবং কে স্মরণ রাখে। যে এতে মশগুল হয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখে, তার জন্য) আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। অতএব (এসব কথা শুনে) তোমরা যথা-সাধ্য আল্লাহ্‌কে ভয় কর, (তার আদেশ-নিষেধ) শুন, আনুগত্য কর এবং (বিশেষভাবে যেখানে ব্যয় করতে বলা হয়েছে, সেখানে) ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। (সম্ভবত এটা সুকঠিন বলে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।) যারা মনের লালসা থেকে মুক্ত, তারাই (পরকালে) সফলকাম। (অতঃপর এই সফলতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে,) যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম (আন্তরিকতাপূর্ণ) ঋণ দান কর, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদের গোনাহ্ মাফ করবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী (সৎকর্ম গ্রহণ করেন এবং) সহনশীল (গোনাহ্ করলে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না)। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরা-ক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (شكور থেকে حكيم পর্যন্ত বিষয়বস্তু সূরার বিষয়বস্তুর কারণ স্বরূপ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ —

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কারও উপর কোন বিপদ আসে না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ্ তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোথাও সামান্যতম বস্তুও নড়াচড়া করতে পারে না। আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ কারও কোন ক্ষতি এবং উপকার করতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তকদীরে বিশ্বাসী নয়, বিপদ মুহূর্তে তার জন্য কোন স্থিরতা ও শান্তির উপকরণ থাকে না। সে বিপদ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে হাহুতাশ ও ছটফট করতে থাকে। এর বিপরীতে তকদীরে বিশ্বাসী মু'মিনের অন্তরকে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাসী করে দেন যে, যা কিছু হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ও ইচ্ছাক্রমে হয়েছে। যে বিপদ তাকে স্পর্শ করেছে, তা অবধারিত ছিল, কেউ একে টলাতে পারত না এবং যে বিপদ থেকে সে মুক্ত রয়েছে, তা থেকে মুক্ত থাকাই অবধারিত ছিল। তাকে এই বিপদে জড়িত থাকার

সাধ্য কারও ছিল না। এই ঈমান ও বিশ্বাসের ফলে পরকালের সওয়াবের ওয়াদাও তার সামনে থাকে, যদ্দ্বারা দুনিয়ার বৃহত্তম বিপদও সহজ হয়ে যায়।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

---অর্থাৎ মুসলমানগণ, তোমাদের কতক স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু। তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা কর। তিরমিযী, হাকেম প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত সেই মুসলমানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা হিজরতের পর মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে হিজরত করে চলে যেতে মনস্থ করে, কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজনরা তাদেরকে হিজরত করতে বাধা দেয়।
---(রূহুল-মা'আনী)

এটা তখনকার কথা, যখন মক্কা থেকে হিজরত করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয ছিল। আলোচ্য আয়াতে এরূপ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে মানুষের শত্রু আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করার জোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, তার চাইতে বড় শত্রু মানুষের কেউ হতে পারে না, যে তাকে চিরকালীন আযাব ও জাহান্নামের অগ্নিতে লিপ্ত করে দেয়।

হযরত আতা ইবনে আবূ রাবাহ (রা) বর্ণনা করেন, এই আয়াত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি মদীনায় ছিলেন এবং যখনই কোন যুদ্ধ ও জিহাদের সুযোগ আসত, তিনি তাতে যোগদান করার ইচ্ছা করতেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা এই বলে ফরিয়াদ শুরু করে দিত: আমাদেরকে কার কাছে ছেড়ে যাবে। তিনি তাদের ফরিয়াদে প্রভাবান্বিত হয়ে সংকল্প ত্যাগ করতেন।---(ইবনে কাসীর)

উপরোক্ত উভয় রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। উভয় ঘটনা আয়াত অবতরণের কারণ হতে পারে। কেননা, হিজরত হোক কিংবা জিহাদ, যে স্ত্রী ও সন্তান আল্লাহ্র ফরয পালনে বাধ সাধে, তারা শত্রু।

وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ—পূর্ববর্তী আয়াতে যাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে শত্রু আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ভবিষ্যতে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে কঠোর ব্যবহার করার ইচ্ছা করল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতের এই অংশে বলা হয়েছে: যদিও এই স্ত্রী ও সন্তানরা তোমাদের জন্য শত্রুর ন্যায় কাজ করেছে এবং তোমাদেরকে ফরয পালনে বাধা দিয়েছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের সাথে কঠোর ও নির্দয় ব্যবহার করো না; বরং মার্জনা, উপেক্ষা ও ক্ষমার ব্যবহার কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার অভ্যাসও ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন করা।

গোনাহ্গার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ও বিদ্বেষ রাখা অনুচিত: আলিমগণ আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে বলেছেন যে, পরিবার-পরিজনের কেউ কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ করে ফেললেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তার প্রতি বিদ্বেষ রাখা ও তার জন্য বদদোয়া করা উচিত নয়।---(রূহুল-মা'আনী)

www.islaminbangla.com - thanks to www.banglakitab.com

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ—فتنة শব্দের অর্থ পরীক্ষা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের পরীক্ষা নেন যে, এ সবের মহব্বতে লিপ্ত হয়ে সে আল্লাহ্র বিধানাবলীকে উপেক্ষা করে না, মহব্বতকে যথাসীমায় রেখে স্বীয় কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়।

ধনসম্পদ সন্তান-সন্ততি মানুষের জন্য বিরাট পরীক্ষা ঃ সত্য বলতে কি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত মানুষের জন্য একটি অগ্নিপরীক্ষা। মানুষ অধিকাংশ সময় তাদের মহব্বতের কারণেই গোনাহে---বিশেষত অবৈধ--উপার্জনে লিপ্ত হয়। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যাকে দেখে অন্যেরা বলবে ঃ اكل عيا له حسنا ته অর্থাৎ তার পুণ্যগুলোকে তার পরিজনেরা খেয়ে ফেলেছে। ---(রূহুল-মা'আনী) এক হাদীসে রসূলে করীম (সা) সন্তানদের সম্পর্কে বলেন ঃ مبخلة مجبنة অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি হচ্ছে মানুষের কৃপণতা ও কাপুরুষতার কারণ। তাদের মহব্বতের কারণে মানুষ আল্লাহ্র পথে টাকা-পয়সা ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে এবং তাদেরই মহব্বতের কারণে জিহাদে যোগদান করা থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ বলেন ঃ العيال سوس الطاعات অর্থাৎ পরিবার-পরিজন মানুষের পুণ্য-সমূহের জন্য ঘুণ বিশেষ। ঘুণ যেমন শস্যকে খেয়ে ফেলে, তেমনি পরিবার-পরিজনও মানুষের পুণ্যসমূহকে খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়।

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ—অর্থাৎ যথাসাধ্য তাকওয়া ও আল্লাহ্ভীতি অবলম্বন কর। এর আগে কোরআন পাকে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল ঃ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্কে এমন ভয় কর, যেমন ভয় করা তাঁর প্রাপ্য। এই আয়াত সাহাবায়ে করামের কাছে খুবই দুঃসাধ্য ও কঠিন মনে হয়। কারণ, আল্লাহ্র প্রাপ্য অনুযায়ী আল্লাহ্কে ভয় করার সাধ্য কার আছে? এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে কোন কিছু করার আদেশ করেন না। কাজেই তাকওয়া ও সাধ্যানুযায়ী ওয়াজিব বুঝতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাকওয়া অর্জনে কেউ তার পূর্ণ শক্তি ও চেষ্টা নিয়োজিত করলেই আল্লাহ্র প্রাপ্য আদায় হয়ে যাবে।---(রূহুল-মা'আনী---সংক্ষেপিত)